তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর : ১১০৬

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে সবাইকে মানবকল্যাণে কাজ করতে হবে**

**-- শিল্প প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই মানবকল্যাণে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে এবং সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

আজ রাজধানীর মিরপুর-১০ এলাকায় আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মিরপুর ও কাফরুল থানা আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে জাতির পিতার শুভ জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে কেক কাটা, আলোচনা সভা, বিশেষ দোয়া ও তবারক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়। বঙ্গবন্ধু একটি প্রতিষ্ঠান, একটি সত্তা, একটি ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন। তাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে বঙ্গবন্ধুর নীতি, আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বেড়ে উঠতে পারে, সে লক্ষ্যে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে।

কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ, সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়ন করছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বেই উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার বাংলাদেশ এখন সমগ্র বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সবাই মিলে স্বাধীনতাবিরোধীদের সকল ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তানি হানাদারদের কবল থেকে ছিনিয়ে আনা স্বাধীনতাকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে। স্বাধীনতার সুফল প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।

প্রধান অতিথি হিসেবে শিল্প প্রতিমন্ত্রী অন্য অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে কোমলমতি শিশুদেরকে সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০৩ পাউন্ড ওজনের একটি কেক কাটেন এবং শিশুদেরকে খাইয়ে দেন। তাঁর উপস্থিতিতেই বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত ও তবারক বিতরণ করা হয়।

সাংগঠনিকভাবে গঠিত ৯৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ ম‌ইজ‌উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কচি, দপ্তর সম্পাদক উইলিয়াম প্রলয় সমাদ্দার বাপ্পী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাইনুল হোসেন খান নিখিল বক্তৃতা করেন। এসময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি’র ব্যক্তিগত উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ঢাকা-১৫ আসনের বিভিন্ন মসজিদেও আজ বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত ও তবারক বিতরণ করা হয়।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী সকালে মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, বিশেষ দোয়া ও কেক কাটা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

#

তাজুল/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১১০৫

**বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল বলেই বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে**

**-- পানি সম্পদ উপমন্ত্রী**

শরীয়তপুর, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, এ দেশের স্বাধীনতার প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিলো বলেই বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে। আর আমরা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে শরীয়তপুরের সখিপুর থানার চরভাগা বঙ্গবন্ধু আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সম্পাদক এনামুল হক শামীম বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেতনায় জাগ্রত, হৃদয়ে স্পন্দিত, শোকাহত-প্রতিবাদী-মুজিব বিপ্লবী জনতা কোটি কোটি। মুজিব মরেনি; মরতে পারে না; শতবর্ষে শেখ মুজিব শতকোটি গুণ শক্তিশালী।

তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু আমাদের অনুভূতি ও অন্তরাত্মায় মিশে আছেন। বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। জাতির পিতার প্রতি আমাদের ঋণ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা অশেষ। শেখ মুজিব মানেই বাংলার মুক্ত আকাশ। শেখ মুজিব মানেই বাঙালির অবিরাম মুক্তির সংগ্রাম। শেখ মুজিব মানেই বাঙালি জাতির অস্তিত্ব। শেখ মুজিব মানেই বাঙালির ঠিকানা। শেখ মুজিব মানেই বাঙালি জাতির আশ্রয়-ভরসা। শেখ মুজিব মানেই বাঙালির আদর্শ।

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শামীম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক। তাঁর নেতৃত্বে তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু একই সূত্রে গাঁথা। বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী সংগ্রামের ফসল হচ্ছে বাংলাদেশ। কারণ বিশ্বের মানুষ বঙ্গবন্ধুর নামেই বাংলাদেশকে চেনে।

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানের দোসর স্বাধীনতা বিরোধীরা '৭১-এ পরাজিত হয়ে '৭৫-এ জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করেছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে বিদেশে থাকায় বেঁচে গেছেন তার দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা স্বাধীনতা বিরোধীদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে এসে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বাংলাদেশ একটি মর্যাদা সম্পন্ন দেশে রুপান্তরিত করেছেন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে গেছেন। তার কারণেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বসভায় অনন্য মর্যাদায় আসীন। তাই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আগামী নির্বাচনেও এদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনবে।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও চরভাগা ইউপি চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছাবেদুর রহমান খোকা সিকদার, ভেদরগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ও সখিপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি হুমায়ুন কবির মোল্যা, ইউএনও আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ প্রমুখ।

এসময় উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীমের রত্নগর্ভা মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত বেগম আশ্রাফুন্নেছা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মেডিকেলে চান্স পাওয়া জাহিদ হাসানকে ৫০ হাজার টাকা অনুদান এবং মেধাবী গরিব শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

#

গিয়াস/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর : ১১০৪

**বঙ্গবন্ধু জন্মেছিলেন বলেই বাঙালি জাতিসত্তার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম), ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে অনেক বাঙালি নেতা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু কেউ সফলতা পাননি। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিধায় বাঙালি জাতিসত্তার জন্য বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আজ ড. হাছান মাহ্‌মুদের নিজ নির্বাচনি এলাকা চট্টগ্রামে রাঙ্গুনিয়া সরকারি কলেজ মাঠে বঙ্গবন্ধুর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এটিএন বাংলা আয়োজিত জয়বাংলা কনসার্টে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। স্যাটেলাইট টিভি এটিএন বাংলা এবং এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড. মাহফুজুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

মন্ত্রী বলেন, এই বঙ্গে যারা রাজত্ব করেছে তাদের বিরুদ্ধে এই দেশের যারা বিদ্রোহ করেছেন, স্বাধীনতা চেয়েছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদেরকে পদে পদে আন্দোলিত করেন বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর এই স্লোগানে। এবং তাঁর নেতৃত্বে এই জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেই কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। আজকের এই দিনে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।’

মন্ত্রী এ সময় কনসার্ট আয়োজক এটিএন বাংলাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আজকে তরুণ সমাজ নানাভাবে বিপথগামী হচ্ছে, সেটি থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করার জন্য ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন। আমরা যদি সমগ্র দেশে একটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ঝড় বইয়ে দিতে পারি, তাহলে তরুণ সমাজকে বিপথগামিতার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। কারণ মানুষের নির্মল আনন্দের প্রয়োজন রয়েছে। নির্মল আনন্দ ব্যতিরেকে জীবন হতে পারে না। সেজন্য এটিএন বাংলার এই আনন্দ আয়োজনের জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

রাঙ্গুনিয়া জয়বাংলা কনসার্টে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের সদস্য আবুল কাশেম চিশতি, রাঙ্গুনিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আতাউল গনি ওসমানী, পৌরসভার মেয়র মোঃ শাহজাহান সিকদার, রাঙ্গুনিয়া কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ একেএম সুজাউদ্দিন এবং কাপ্তাই ৪১ বিজিবি’র কমান্ডার সাব্বির আহমদ।

#

আকরাম/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১১০৩

**ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম**

**-- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র, (১৭ মার্চ):

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতি নারী, প্রতিবন্ধী এবং স্বাভাবিক কাজ থেকে বঞ্চিত শ্রমশক্তিকে কাজের সুযোগ করে দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এটি গতানুগতিক শ্রম বাজারের বাইরে এবং সংকটময় পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা -আইএলও এর গভর্নিং বডির ৩৪৭তম অধিবেশনে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতিতে শোভন কাজ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ডের উপযোগিতা সম্পর্কিত অবস্থানপত্রের পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করে তাঁর বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়তে কাজ করে যাচ্ছে। এ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সরকার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতির মতো স্মার্ট অর্থনৈতিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করছে। তিনি বলেন, এ খাতে আইএলওর শ্রমমানের সফল বাস্তবায়নে কারগরি সহায়তার পাশাপাশি টেকসই অর্থায়ন প্রয়োজন।

তিনি বলেন, বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে কতিপয় আইএলও কনভেনশনের প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানে এগুলোর বাস্তবায়ন সহজ নয়। আমাদের দেশের তরুণদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিপুল সম্ভাবনাময় এ খাতের নিজস্ব কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু আইএলও মান ঠিক রেখে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের দ্বারা এই ধরনের উদ্যোগকে প্রচার করতে হবে।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, এছাড়া দেশে দেশে আইনি কাঠামো, পরিদর্শন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কাঠামোগত ভিন্নতা আইএলওর শ্রমমান সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। Cross-border ও বহুপাক্ষিক বিষয়, web-based ও platforms ব্যাবহারসহ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়োজিত এবং স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয় কিভাবে বিবেচনায় নেওয়া হবে তা এখনো নিরূপিত হয়নি।

বিষয়টি নতুন বিবেচনায় নিয়ে আরো আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আইএলও এর প্রতি আহ্বান জানান।

#

আকতারুল/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২২১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর: ১১০২

**বিজিবিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম**

**জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা, বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তরসহ সারাদেশে বিজিবি’র সকল ইউনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, ১৯৭৪ সালের ৫ ডিসেম্বর তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) এর ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ভাষণ ও ‘অসমাপ্ত মহাকাব্য’ শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর বিশেষ আলোচনা হয়।

ঢাকায় বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানাস্থ সীমান্ত সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত আলোচনা সভায় বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন। বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, ১৯২০ সালের এই দিনে জাতির পিতার জন্ম না হলে হয়তো এখনও আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সেই পরাধীনতার শিকলে বন্দি থেকে যেতাম। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও মহানুভবতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় থেকেই তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি প্রস্ফুটিত হতে থাকে এবং একজন আপসহীন ও অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ গঠন করেন, ৫২'র ভাষা আন্দোলনে জেলখানায় থেকেও তিনি নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবি, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন।

জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে পিলখানায় তৎকালীন বিডিআরের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী এই বাহিনীর করণীয় ও দায়িত্ব সম্পর্কে যে সুচিন্তিত নির্দেশনা দিয়েছিলেন, সেটি হৃদয়ে ধারণ করে বিজিবি’র ওপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব দক্ষতা, সততা, ন্যায়, নীতি ও নিষ্ঠার সাথে পালনের আহ্বান জানান বিজিবি মহাপরিচালক।

দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানে বিজিবি’র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, জুনিয়র কর্মকর্তা এবং সামরিক-অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

শরীফুল/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর : ১১০১

**দেশের উন্নয়নে শান্তির কোনো বিকল্প নাই**

**-- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, দেশের উন্নয়নের জন্য শান্তির কোনো বিকল্প নাই। তিনি বলেন, আজ পার্বত্য এলাকায় যে শান্তি বিরাজ করছে তার কৃতিত্ব আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির কারণে এখানকার মানুষ এখন নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারছে।

আজ বান্দরবান শহরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ৩ দিন ব্যাপী বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। যারা দেশের কল্যাণ চায়, মঙ্গল চায় তারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে আছেন এবং থাকবেন। তিনি বলেন, গৌতম বুদ্ধ শান্তির বার্তা দিয়েছিলেন আর সেই বার্তা আমাদের এখনও সকলের মাঝে প্রবহমান। মন্ত্রী বলেন, গৌতম বুদ্ধের সুশাসন সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক এটা আমাদের কাম্য। গৌতম বুদ্ধের বাণী সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভিক্ষুদের প্রাতিষ্ঠানিক ও ধর্মীয় শিক্ষা বৃদ্ধি, বিশ্বশান্তি কামনা, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আরো জ্ঞান বৃদ্ধি এবং বুদ্ধের শাসন প্রতিষ্ঠাসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বান্দরবানে শুরু হয়েছে ২য় পার্বত্য বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্মেলন। এ উপলক্ষ্যে পার্বত্য বৌদ্ধ ভিক্ষু পরিষদের আয়োজনে বান্দরবানের রাজগুরু বৌদ্ধ বিহার থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে গিয়ে শেষ হয়।

এসময় বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা, পার্বত্য ভিক্ষু পরিষদের সদস্য ও অংজেয়া জাদি বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত নাইন্দিয়া থের, পার্বত্য ভিক্ষু পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক তিক্ষিন্দ্রিয় থৈরসহ তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষুরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ৫ শতাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু অংশ নেন।

#

রেজুয়ান/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর : ১১০০

**বঙ্গবন্ধু বাঙালির আশীর্বাদ**

**-- গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালির আশীর্বাদ। তিনিই প্রথম নিপীড়িত, শোষিত এ জাতিকে দিয়েছেন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা। তিনি আমাদের চেতনার আলোক শিখা, প্রেরণার বাতিঘর। সমৃদ্ধ স্বদেশ গড়তে তাঁর আদর্শকে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (বিএনএফই) মিলনায়তনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত, বিএনএফই-এর মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনার আগে বিএনএফইতে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

#

মাহবুবুর/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর : ১০৯৯

**বান্দরবানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও**

**জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক** **মন্ত্রী**

বান্দরবান, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আজ সকালে বান্দরবান শহরে বঙ্গবন্ধু মুক্তমঞ্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

এসময় বান্দরবান জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, পুলিশ সুপার মোঃ তারিকুল ইসলাম, পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম বেবীসহ বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, আওয়ামী লীগ, শ্রমিকলীগ, যুবলীগ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

পরে দিবসটি উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বঙ্গবন্ধু মুক্তমঞ্চে গিয়ে সমবেত হয়। পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ১০৩তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে কেক কাটেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। এরপর আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি পার্বত্য জেলা পরিষদ, জেলা আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে কোরআনখানি, দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভাসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

#

রেজুয়ান/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর : ১০৯৮

**ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ‘জাতির পিতার ১০৩তম**

**জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩’ উদ্‌যাপন**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আজ সকালে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ফরেন সার্ভিস একাডেমি এবং ফরেন অফিস স্পাউসেস এসোসিয়েশন (ফোসা) এর যৌথ আয়োজনে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন।

‘স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুদের চোখ সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন’ প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর রাষ্ট্রদূত মাশফি বিনতে শামস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, ‘যারা বাংলাদেশকে বিশ্বাস করে, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ধারণ করে, তাদের মাঝেই বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন জন্ম থেকে জন্মান্তরে।’

জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ‘অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতা, গরিব-দুঃখী মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের দুঃখ দূর করার প্রতিজ্ঞা বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতিতে নিয়ে আসে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।’

মাসুদ বিন মোমেন নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ, অধ্যবসায় আর সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বহুদূর। আজকের শিশুরাই হাল ধরবে আগামীর বাংলাদেশের, শিশুরাই হবে ভবিষ্যতে সোনার বাংলার কাণ্ডারী।’

পররাষ্ট্র সচিব আরো বলেন, ‘জাতির পিতা যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই সোনার বাংলা বিনির্মাণে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ।’

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পররাষ্ট্র সচিব। একইসাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম এফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়ার এডমিরাল (অব:) মোঃ খুরশেদ আলম, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পশ্চিম) শাব্বির আহমদ চৌধুরী, ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর মাশফি বিনতে শামস এবং ফরেন অফিস স্পাউসেস এসোসিয়েশন (ফোসা) এর সভাপতি মিজ ফাহমিদা জেবিন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

#

মোহসিন/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯৭

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী**

**উপলক্ষ্যে বঙ্গভবনে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ বাদ মাগরিব বঙ্গভবনের দরবার হলে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

মাহফিলে রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্য, রাষ্ট্রপতির সচিবগণ, বঙ্গভবনের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

মিলাদের পর বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যসহ ’৭৫-এর ১৫ আগস্টে শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করা হয়।

#

শিপলু/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/২০০০ ঘণ্টা

Handout Number : 1096

**UK parliamentary delegation pays tribute to Bangabandhu**

Dhaka, March 17:

A 5-member parliamentary delegation from the UK visited Bangabandhu Memorial Museum at Dhanmondi 32 today to pay homage to Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The delegation placed a floral wreath at the portrait of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, had a tour of the museum, and signed the Visitors’ Book.

The parliamentary delegation comprises of Jane Hunt MP (Conservative), Paul Bristow MP (Conservative), Paulette Hamilton MP (Labour), Antony Higginbotham MP (Conservative), and Tom Hunt (Conservative). The delegation was also accompanied by, among others, Zillur Hussain MBE, Founder of ZI Foundation, UK.

The parliamentary delegation along with the founders of ZI Foundation is on a 4-day visit to Bangladesh.

#

Mohsin/Rahat/Mosharaf/Salim/2023/1935 Hrs.

Handout Number : 1095

49th OIC Council of Foreign Ministers held

**Dr. Momen stressed peace and tolerance as the key to stability and security**

Dhaka, March 17:

Foreign Minister Dr. A. K. Abdul Momen who is leading the Bangladesh delegation to the 49th OIC Council of Foreign Ministers (CFM) taking place in Nouakchott, Mauritania reiterated Bangladesh’s continued engagements with the OIC which has always been guided by the principles of peace, prosperity, and development. This year, the CFM is being held with the theme ‘Moderation: Key to Security and Stability’ where several political, economic, social, cultural and security issues have been discussed.

In his speech at the CFM yesterday Dr. Momen highlighted on Bangladesh’s prudent navigation of economy during the COVID-19 period under the leadership of the Prime Minister Sheikh Hasina. He expressed his deep concern at the lack of tolerance and surge of terrorism in various part of the world together with the rise of islamophobia.

Foreign Minister particularly stressed on taking proactive role by the member states and international actors to address the Rohingya issue and urged to remain involved to put continuous pressure on Myanmar authorities to ensure safe and dignified return of the Rohingyas to their homeland.

During this CFM, Bangladesh has been unanimously elected as the Vice Chair of the Bureau of the 49th Council of Foreign Ministers. Bangladesh’s nominated candidate Ms. Sheepa Hafiza won the election of the Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) Commissioner from Asia Group together with Iran and Turkiye.

#

Mohsin/Rahat/Mosharaf/Salim/2023/1935 Hrs.

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৯৪

**পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি-সম্প্রীতি ও উন্নয়নের জন্য শেখ হাসিনার বিকল্প নাই**

**-- পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ):

পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি-সম্প্রীতি ও উন্নয়নের জন্য শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ পাহাড়ের মানুষ শান্তিচুক্তি’র সুফল পাচ্ছেন। ধাপে ধাপে পার্বত্যাঞ্চলের সকল চাহিদা, সকল অভাব পূরণ করা হবে বলেছেন পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

আজ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের মিলেনিয়াম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড’ বাস্তবায়িত ১ হাজার ৭৭টি পরিবারের মাঝে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি’র বক্তব্যে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

‘পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প -২য় পর্যায়’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ির ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের ৬টি ওয়ার্ডে ১ হাজার ৭৭টি পরিবারের মাঝে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করা হয়।

এসময় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ যাতে আলো-বাতাস পায় সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী পার্বত্যবাসীদের আলোকিত করছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিদ্যুৎহীন পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সোলার প্যানেল হোম সিস্টেম বিতরণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রী বীর বাহাদুর বলেন, পার্বত্য এলাকার উৎপাদিত ফরমালিনমুক্ত বিভিন্ন ফল, শাক-সবজি দেশে বিদেশে যাচ্ছে। এর ফলে কৃষিতে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। ২০৪১ সালের আগেই পার্বত্যবাসী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এসময় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গেস্ট অভ্‌ অনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন শরণার্থী পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরী অপু, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সোলার হোম সিস্টেমের প্রকল্প পরিচালক ও সদস্য (বাস্তবায়ন) উপ-সচিব মোঃ হারুন-অর-রশিদ, খাগড়াছড়ির পৌর মেয়র ও খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দু চৌধুরী, খাগড়াছড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জিনিয়া চাকমা।

পরে মন্ত্রী খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে ৫১৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে দুই কোটি টাকার  শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করেন।

#

রেজুয়ান/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৯৩

**বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নই স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য**

**-- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ):

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নই স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি ডিজিটাল বাংলাদেশের আন্দোলন শুরু না করতেন তাহলে আজকে আমরা যে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলছি তা সম্ভব হতো না। ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা প্রযুক্তি উৎকর্ষের যে অবস্থায় আমরা পৌঁছেছি, আজকে এটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য আমাদের স্মার্ট হতে হবে।

আজ রাজধানীর দারুসসালামের টেকনিক্যাল মোড়ে বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

এ সময় মন্ত্রী উপস্থিত সকলকে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা বই দুটি পড়ার পরামর্শ দেন। বঙ্গবন্ধু কি করতে চেয়েছেন এবং কি স্বপ্ন দেখেছেন তা নিজে পড়ে শিশুদের জানানোর জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী। শিশুদের বঙ্গবন্ধু অনেক ভালোবাসতেন। শিশুদের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। এজন্য প্রতি বছর ১৭ মার্চ শিশু দিবস পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি বলেন, প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতে হলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, মূল্যবোধ ও চেতনাকে আমাদের ব্যক্তিজীবনে লালন করতে হবে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে এতে আরো বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ খায়রুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, বোয়েসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আনোয়ার হোসেন মল্লিক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা।

এর আগে মিলনায়তনের বাহিরে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠান শেষে তিনি উপস্থিত শিশুদের নিয়ে কেক কাটেন।

#

রাশেদুজ্জামান/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৯২

**শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ পালিত**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় দুঃস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, কেক কাটা, বিশেষ মোনাজাত ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থাসমূহের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার বাংলাদেশ এখন সমগ্র বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। মধ্যম আয়ের এই বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছাতে হলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কাজে লাগাতে হবে এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে সকলকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে আমাদের অঙ্গীকার থাকবে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চেষ্টা করবো।

আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) এর চেয়ারম্যান মোঃ আরিফুর রহমান অপু। এছাড়াও আলোচনা করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম আলম, যুগ্মসচিব জাহাঙ্গীর আলম, সিনিয়র সহকারী সচিব এম.এম. সামিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা প্রমুখ।

#

মাহমুদুল/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৯১

**বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র ‘মুজিব আমার পিতা’র**

**উন্মুক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক বাংলাদেশের প্রথম ফিচার লেংথ অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র ‘মুজিব আমার পিতা’ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে প্রদর্শন করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উক্ত চলচ্চিত্রের উন্মুক্ত প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা অবলম্বনে দেশ-বিদেশের নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরসহ সকলের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবনের গল্প পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ অ্যানিমেশন মুভিটি নির্মাণ করে।

উন্মুক্ত প্রদর্শনী-পূর্ব সমাবেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, টুঙ্গিপাড়ার প্রতিবাদী কিশোর একদিন হয়ে উঠলেন একটি দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, ইতিহাসের মহানায়ক। তাঁর মহাসংগ্রামের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার একটি পর্যায়; ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত তুলে ধরা হয়েছে এই চলচ্চিত্রে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, এ চলচ্চিত্রটি দেখে নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরসহ সকলে বঙ্গবন্ধুর জীবন, আদর্শ ও দর্শন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের জীবনে প্রতিফলন ঘটাবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি ও বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের কর্মকর্তাগণ। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিশু, কিশোর, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত থেকে চলচ্চিত্রটি উপভোগ করেন।

অপরদিকে আইসিটি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন আজ সকালে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আইসিটি বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৯২৭ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯০

**ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৮ মার্চ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন - এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করেছেন :

“ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের শুভ উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আজকের এ শুভক্ষণে আমি ভারতের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বন্ধুপ্রতিম দেশের জনগণকে ধন্যবাদ জানাই। আমি প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ।

ইন্ডিয়া -বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জ্বালানি সেক্টরে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো যা দেশের সার্বিক জ্বালানি নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতার এক অনন্য স্মারক বলে আমি মনে করি ।

ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড এর শিলিগুড়িস্থ মার্কেটিং টার্মিনাল হতে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে ১২৬.৫০ কিলোমিটার বাংলাদেশ অংশে এবং ৫ কিলোমিটার ভারত অংশে। ২০১৮ সালে আমি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে এই মৈত্রী পাইপলাইন নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। প্রায় ৩০৬.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কমিশনিং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের পক্ষে নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড এবং বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে রেলওয়ে ওয়াগনের মাধ্যমে ভারত হতে বার্ষিক ৬০ হতে ৮০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল আমদানি করা হয়। এই পাইপলাইনের মাধ্যমে বার্ষিক ১০ লক্ষ মেট্রিক টন ডিলেজ ভারত হতে আমদানি করা সম্ভব হবে। পার্বতীপুর ডিপোর বিদ্যমান ধারণক্ষমতা তিন গুণ বৃদ্ধি পাবে এবং উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন হবে। বর্তমানে রেলপথে এবং নৌপথে তেল সরবরাহ করে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার চাহিদা মেটাতে মাসাধিক কাল সময় লাগে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে সেচকার্য এবং পরিবহন খাতে জ্বালানি তেলের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণে এ পাইপলাইন একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে । ফলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহে সময় যেমন কম লাগবে তেমনি পরিবহণ ব্যয়ও অর্ধেক সাশ্রয় হবে। তাছাড়াও নির্মাণাধীন সৈয়দপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি সরবরাহও করা যাবে।

আমার বিশ্বাস, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতা আরও অনন্য উচ্চতায় এগিয়ে যাবে ।

আমি ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রকল্পের সার্বিক সফলতা কামনা করছি

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২৩/১১২৫ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৮৯

**বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন**

**--সমাজকল্যাণমন্ত্রী**  
ঢাকা ৩ চৈত্র, (১৭ মার্চ):

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শকে ধারণ করে দেশের জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন ।

সরকারি শিশু পরিবার, তেজগাঁও এর নিবাসী শিশু বৃষ্টি আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। তারা ‘জয় বাংলা’ স্লোগানকে মানতে নারাজ। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলণ্ঠিত করার যে অপচেষ্টা করেছিল, জনগণ তা ভন্ডুল করে দিয়েছে। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে এখন তারা প্রলাপ বকছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন শিশুবান্ধব। শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে তিনি বিভিন্ন আইন-বিধি প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করে গেছেন।

শিশুরা যাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে, সে জন্য তাদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী ।

এর আগে মন্ত্রী সমাজসেবা অধিদফতর প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।  
মন্ত্রী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

#

জাকির/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৬৫৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৮৮

**বিএনপি ও তার মিত্ররা পেছনে টেনে না ধরলে দেশ আরও এগিয়ে যেতো**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পথে একটি রাজনৈতিক অপশক্তি প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিএনপি ও তার মিত্ররা সেই অপশক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তারা যদি বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির চাকাকে পেছনে টেনে না ধরতো, দেশ আরও বহুদূর এগিয়ে যেতো।’

১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু ভবন চত্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, সমস্ত অপশক্তিকে দমন করে, সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে উপড়ে ফেলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা রচনায় আজ শপথ নেওয়ার দিন।

মন্ত্রী বলেন, ‘জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা, যার ধমনীতে-শিরায় বঙ্গবন্ধুর রক্তস্রোত প্রবহমান, যার কন্ঠে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়, তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে চলেছে এবং জাতির পিতার জন্মদিন ও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সার্থকতা এখানেই যে, পাকিস্তান আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।’

মন্ত্রী এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবন মিলনায়তনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। এসময় বক্তৃতায় হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিএনপি ও তার মিত্ররা ‘পলিটিক্স অভ্‌ ডিনায়াল’ এবং ‘পলিটিক্স অভ্‌ কনফ্রন্টেশন’ অর্থাৎ সবকিছুতে না বলা ও সাংঘর্ষিক রাজনীতি করে। তাদের রাজপথের সংঘর্ষের রাজনীতি আজ সুপ্রিম কোর্টের বারান্দায় পৌঁছে গেছে, সেখানে আইনজীবীদের নির্বাচনে তারা ব্যালট ছিনতাই করেছে।’

‘আমরা একটি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করি এবং এখানে দায়িত্বশীলদের সমালোচনা হবে, বিতর্ক হবে, কিন্তু সবকিছুতে না বলার রাজনীতির যে অপসংস্কৃতি, তা দূরীভূত হওয়া প্রয়োজন’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমাদের সকলেরই লক্ষ্য হবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাহলেই আমরা দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিকানায় নিয়ে যেতে পারবো।

মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকারের সভাপতিত্বে অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ সভায় বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ওপর রচিত কবি রফিক আজাদের ‘এই সিঁড়ি’ কবিতার আবৃত্তি পরিবেশিত হয়।

#

আকরাম/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৮৭

**বিদেশিদের গঠনমূলক পরামর্শ মানা হবে, হস্তক্ষেপ নয়**

**--কৃষিমন্ত্রী**

ধনবাড়ী (টাঙ্গাইল), ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ):

কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বিএনপি বিদেশিদের কাছে বারবার ধর্না দিচ্ছে, তাদের হাতে পায়ে ধরছে। বিদেশিদের কাছে কাকুতি মিনতি করে বিএনপি সফল হবে না। সংবিধানের বাইরে আমাদের কিছুই করার নেই। তিনি বলেন, কোনো বিদেশি শক্তি আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে, তা কোনোক্রমেই আমরা মেনে নেব না। তবে বিদেশি শক্তি নির্বাচন আরো সুষ্ঠু-সুন্দর করার বিষয়ে গঠনমূলক পরামর্শ দিলে তা বিবেচনায় নেয়া হবে।

আজ টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলায় সরকারি কলেজ মাঠে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। কৃষিমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় ধনবাড়ী উপজেলা আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মন্ত্রী বলেন, একসময় স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ছিল না, সেটা আমরা করেছি। বিএনপির আমলে ভুয়া ভোটার তালিকায় ১ কোটি ৩০ লাখ ভুয়া ভোটার ছিল, সেটি আমরা দূর করেছি। বিদেশিদের এরকম কোনো পরামর্শ ও প্রযুক্তি যদি থাকে যার মাধ্যমে নির্বাচনকে আরো স্বচ্ছ ও সুন্দর করা যাবে, তাহলে তা আমরা বিবেচনায় নিবো।

এ সময় আগামী নির্বাচনে বিএনপি না আসলেও নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশে অনেক দল রয়েছে তারা নির্বাচনে আসবে। বিএনপির একটি অংশও নির্বাচনে আসতে পারে। এছাড়া কোনো ধর্মভিত্তিক দলের সাথে আওয়ামী লীগ একই প্ল্যাটফর্ম গঠন করবে না বলেও জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, তবে ধর্মভিত্তিক দলগুলো আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করতে পারে, যোগ দিতে পারে।

 বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার আয়োজন প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেয়ারম্যান ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিচ্ছেন। তারই অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন উপলক্ষ্যে আমরা এ ব্যতিক্রমী আয়োজনটি করেছি। এর মাধ্যমে গ্রামের গরিব মানুষেরা উন্নত চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে। একইসাথে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে রোগীদের সম্পর্ক তৈরি হবে, যা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকার ৬০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ প্রায় ১০০ জনের মেডিকেল টিম সকাল ৯টা থেকে সারাদিন চিকিৎসা সেবা দিয়েছে। ফ্রি চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি ফ্রি ওষুধও দেয়া হয়েছে। ৫ হাজারেরও বেশি রোগী সেবা গ্রহণ করেছেন।

অনুষ্ঠানে ধনবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান হারুনার রশিদ হীরা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসলাম হোসাইন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মীর ফারুক আহমেদ ফরিদ, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মঞ্জুরুল ইসলাম তপন উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৬৫৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৮৬

**মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদ্‌যাপন**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ):

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

আজ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামনে জাতির পিতার ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও সভাকক্ষে আলোচনা সভা এবং কেক কেটে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয় । এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়া।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সচিব বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ আজও স্বাধীন হতো না, বাঙালি জাতিও মুক্তি পেত না। আর আমরাও বর্তমান পর্যায়ে কেউ আসতে পারতাম না। মহাত্মা গান্ধী, নেলসন মেন্ডেলা, লেলিন পর্যায়ের মহান নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু ।

আলোচনা সভায় উপস্থিত কর্মচারীবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

এ সময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রঞ্জিত কুমার দাস, যুগ্মসচিব শাহানা শারমিন, রথীন্দ্রনাথ দত্ত, দেবাশিস নাগসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৬৫৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৮৫

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে কাজে লাগাতে হবে -- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু একজন স্মার্ট লিডার ছিলেন। তাঁর ২৩ বছরের গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সাড়ে তিন বছরের রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো জায়গায় ভুল নাই। বঙ্গবন্ধু ছাড়া গত ১০৩ বছরে বাংলাদেশ সৃষ্টি করার মতো কোনো নেতা পাইনি; তিনি সব সময় বাংলার মানুষের জন‍্য কথা বলেছেন। স্মার্ট বাংলাদেশের জন‍্য বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে কাজে লাগাতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর দর্শন, আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব। এক্ষেত্রে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সহযাত্রীর ভূমিকায় থাকবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় মতিঝিলস্থ বিআইডব্লিউটিএ অফিসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সঞ্জয় কুমার বণিক, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম‍্যান মোঃ আলমগীর, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর মোঃ নিজামুল হক এবং বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম‍্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে আজকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতাম না, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা পেতাম না, বাংলায় কথা বলতে পারতাম না, বাংলাদেশের সীমানা পেতাম না। বঙ্গবন্ধু ’৭২ সালে যে সংবিধান দিয়েছিলেন; সেটি স্মার্ট সংবিধান। জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়া নিজেদের স্বার্থে সংবিধানে সংযোজন করেছে, ক্ষতবিক্ষত করেছে। বঙ্গবন্ধু ২৩ বছরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে রূপ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনো নেতার নাম বলতে পারবো না। তিনি ছয় দফাকে এক দফায় অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত করেছিলেন। অনেকে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের রাষ্ট্র পরিচালনাকে সমালোচনা করে-বঙ্গবন্ধু হত‍্যাকে জাস্টিফাই করার জন‍্য। তারা বঙ্গবন্ধুকে হত‍্যা করেনি; তারা দেশকে হত‍্যা করেছে।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকায় মতিঝিলস্থ বিআইডব্লিউটিএ অফিসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন, জন্মদিনের কেক কাটেন ও শিশুদের কেক খাইয়ে দেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৮৪

**বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠানোর জন্য ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান**

**-পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ)

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম গত মঙ্গলবার লন্ডনে প্রথবারের মতো বাংলাদেশ হাই কমিশন আয়োজিত রেমিট্যান্স মেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বৈধপথে রেমিটেন্স পাঠানোর জন্য ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ সুরক্ষিত থাকবে এবং এই অর্থ থেকে সরকারি প্রণোদনাসহ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি মুনাফা অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে অর্থ পাঠানো ঝুঁকিপূর্ণ বলে কোন কোন মহল বিভিন্ন মাধ্যমে ভিত্তিহীন অপপ্রচার চালাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে কোনো ঝুঁকির মধ্যে নেই। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩১তম অর্থনীতিতে উন্নীত হবে বলে মন্তব্য করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে করোনা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলা করে বাংলাদেশ এখনো বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে তার অবস্থান বজায় রেখেছে।

মন্ত্রী চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশে রেজিট্রেশন করে বৈধপথে যুক্তরাজ্য থেকে অর্থ প্রেরণের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বর্তমানে যুক্তরাজ্য বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ। ব্রিটিশ-বাংলাদেশিরা বৈধ উপায়ে আরো বেশি অর্থ দেশে পাঠালে এই অবস্থান ভবিষ্যতে উন্নীত হতে পারে।

অনুষ্ঠানে রেমিটেন্স প্রেরণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনাসহ উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ গ্রহণের বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করলে প্রতিমন্ত্রী তা বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করেন।

#

আসিক/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/সিরাজ/রবি/মাসুম/২০২৩/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৮৩

**হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় ২১ মার্চ পর্যন্ত বাড়লো**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ)

সরকারি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী নিবন্ধনের সময়সীমা আগামী ২১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

হজযাত্রীদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে গতকাল ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, নিবন্ধনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবনন্ধনের ক্রমিক উন্মুক্ত রয়েছে, কোটা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নিবন্ধন সার্ভার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

২১ মার্চ হজ কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল ব্যাংককে অফিস সময়ের পরেও প্রস্তুতকৃত ভাউচারসমূহের অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত শাখাসমূহ খোলা রাখার জন্য অনুরোধ করেছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

#

আনোয়ার/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/সিরাজ/রবি/মাসুম/২০২৩/১২৩৫ ঘণ্টা